বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

মুদ্রানীতি (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭-১৮): একটি পর্যালোচনা

জুলাই, ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতির ত্বড়িৎ পর্যালোচনায় সতর্ক করে বলে যে একটি সক্রিয় ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ ব্যতীত শুধুমাত্র ব্যক্তিখাতে খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নাও হতে পারে। তদুপরি, সাম্প্রতিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বর্তমান মুদ্রানীতিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনার ২০১৭ জুলাই ইস্যুতে সতর্ক বলা হয়েছে যে, গুণগতমান বৃদ্ধি ব্যতীত শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যক্তিখাতে খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি (যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য ১৬.৩ শতাংশে নির্ধারণ করা হলেও গত অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে তা ১৬.৫ শতাংশ ছিল) বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হতে পারে ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২.০৭ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ২২.৯৯ ও ২৩.০১ শতাংশে দাঁড়ায় যদিও এই সময়ে দেশজ সঞ্চয়ের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ২২.১৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৬.০৬ শতাংশে বৃদ্ধি পায়।

বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের মার্চ মাসের ১৬.১ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল মাসে ১৬.২ শতাংশ হয় যা পরবর্তীতে মে মাসে ১৬ শতাংশে হ্রাস পায়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির এই ধারা বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৩ শতাংশ অর্জন নাও সম্ভব হতে পারে যা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতাকে তীব্রতর করতে পারে।

বিনিয়োগ ঘাটতির ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের অভাবের দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, ২০০০-২০১০ সময়ে বেকার মানুষের সংখ্যা প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫.২৯ শতাংশ হারে বেড়েছে এবং ২০০০ সালের ১.৭০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ২.৬০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ১০.৬ মিলিয়ন মানুষ দিন মজুর হিসেবে কাজ করছে যাদের কোন চাকুরীর নিরাপত্তা নেই। তদুপরি দেশে মোট যুব শ্রমশক্তির ৯.১ শতাংশ বর্তমানে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিশেণ্ডষণ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে আলোচ্য মুদ্রানীতিতে উলেণ্ডখিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের "বিচক্ষণ ও নমনীয়" পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে আশংকা প্রকাশ করে। একই সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মোট দেশজ উৎপাদনের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অর্জিত হতে পারে বলে সতর্ক করে।

বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা বর্তমান মুদ্রানিতির সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড্ব্য করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে গত অর্থবছরের এপ্রিল মাসের

৫.৪৭ শতাংশ থেকে সাধারন মূল্যস্ফীতি জুন মাসে ৫.৯৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায় যেখানে একই সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ৬.৯৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫১ শতাংশে উন্নীত হয়। বার্ষিক গড় হার হিসেবেও সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতিতে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়।

বহিঃখাতের সাম্প্রতিক অসন্তোষজনক কর্মদক্ষতার দিকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের জুলাই- এপ্রিল সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ১.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ৩.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। উক্ত সময়ে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি (৯ শতাংশ), রপ্তানি আয়ে তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি (১.৭ শতাংশ) ও রেমিট্যান্স প্রবাহে ব্যপক হ্রাস (-১৪.৫ শতাংশ) বহিঃখাতের বর্তমান অদক্ষতার কারণ হিসেবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি উলেণ্ঢখ করে।

ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণের তুলনায় 'নন পারফরমিং লোন' এর পরিমান ক্রমবর্ধমান যা উক্ত খাতে বিদ্যমান অদক্ষতার অপরিবর্তনীয়তাকে নির্দেশ করে। ব্যাংকিং খাতের বর্তমান ঋণ ব্যবস্থাপনা বিশেণ্ঢষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, মোট ঋণের অনুপাতে মোট 'নন পারফরমিং লোন' ডিসেম্বর ২০১৬ এর ৯.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৭ শেষে ১০.৫ শতাংশে উপনীত হয়।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক অবনতির দিকে ইংগিত করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকিং কার্যক্রমে নজরদারীর অভাব, আর্থিক কেলেঙ্কারি ও জালিয়াতির প্রকোপ, পরিচালনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোতে বিদ্যমান অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে।

অর্থনীতিতে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সর্বোত্তম সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার তাগিদ দেয়, যা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে তরান্বিত করবে।